

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

৮৯-সূরা আন্ ফাজর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। কসম প্রভাতের,

وَالْفَجْرِ

৩। এবং দশ রাত্রির,

وَالْيَالِ عَشْرِ

৪। এবং এক জোড়া এবং এক বিজোড়ের,

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

৫। এবং এক রাত্রির যখন ইহা (শেষ হওয়ার পথে) চলে,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

৬। ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি কোন কসম (সাক্ষ্য) নাই ?

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

৭। তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

৮। বড় বড় অষ্টালিকার অধিকারী ইরামের (গোত্র) সহিত ?

إِزْمَذَاتِ الْعِمَادِ

৯। তাহাদের সমতুল্য কোন জাতি এই সকল দেশে সৃষ্টি করা হয় নাই—

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ يَ سَلْهُمَا فِي الْبِلَادِ

১০। এবং সামুদ্রের সহিত, যাহারা উপত্যকাসমূহে (গৃহ নির্মাণের জন্য) প্রস্তর কর্তন করিত,

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الضَّخْرَ بِالْوَادِ

১১। এবং ফেরাউনের সহিত, যে (সৈন্য শিবিরের) কীলকসমূহের অধিকারী,

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

১২। যাহারা দেশে বিদ্রোহ করিয়াছিল,

الَّذِينَ ظَفَعُوا فِي الْبِلَادِ

১৩। এবং উহাতে উপদ্রব রুদ্ধ করিয়াছিল ?

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

১৪। যাহার ফলে তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর আযাবের কশাঘাত করিলেন ।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা-স্থলে সতর্ক রহিয়াছেন।

إِنَّ رَبَّكَ بِأَلْوَصَاتٍ

১৬। দেখ,ইনসান কেমন ! যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং সম্মানে ও নেয়ামতে ভূষিত করেন তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

১৭। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার রিয্ক তাহার জন্য সংকীর্ণ করিয়া দেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করিয়াছেন।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

১৮। কখনও নহে, বরং তোমরা আসলে এতীমকে সম্মান কর না,

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ

১৯। এবং মিস্কীনকে আহাার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না,

وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

২০। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়্যারিশী-সম্পদ একত্রিত করিয়া অবাধে ডাক্কপ করিয়া থাক;

وَتَأْكُلُونَ الْغَرَائِثَ أَكْلًا لِّتَاءٍ ۝

২১। এবং তোমরা ধন-সম্পদ অত্যধিক ভালবাস।

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَنًّا ۝

২২। কখনও নহে, যখন পৃথিবীকে পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে,

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২৩। এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন এমতাবস্থায় যে, ফিরিশ্তাসপ সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিবে;

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৪। এবং সেইদিন জাহান্নামকে (নিকটে) আনা হইবে, সেইদিন ইনসান উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই উপদেশ তাহার কি উপকারে আসিবে ?

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بُرْهَانُهُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ۖ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ ۝

২৫। সে বলিবে, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য ! যদি আমি এই জীবনের জন্য (কিছু ভাল কর্ম) অগ্র পাঠাইতাম।'

يَقُولُ لِيَأْتِنِي قَدَمْتُ لِيَحْيَانِيَ ۝

২৬। সুতরাং সেইদিন কেহই তাঁহার আশাবের মত আশাব দিতে পারিবে না।

يَوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝

২৭। এবং কেহই তাঁহার বাঁধার মত বাঁধিতে পারিবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝

২৮। হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা !

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

২৯। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

أَنْزِجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ۝

৩০। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর,

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝

[৩৯]
১৪ ৩১। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জামাতে।

وَأَدْخُلِي جَنَّاتٍ ۝